গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

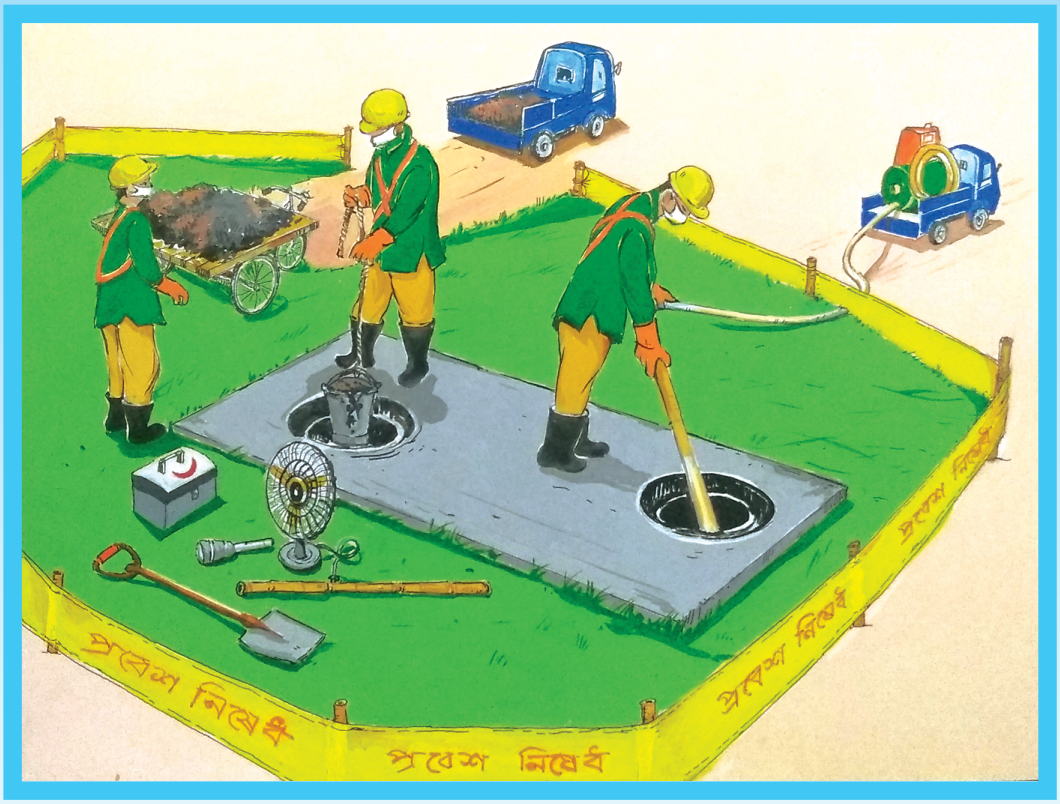

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০



সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নম্বর ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.২২.০৬১.১৬.২৪ অনুযায়ী 'সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' প্রণীত হল।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (Fecal Sludge Management) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো এর অন্তর্ভুক্ত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

প্রথম সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি:

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :
মোঃ মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সম্পাদনায় :
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মোঃ খালেদ সালাহউদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বিশ্বজিৎ সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত :
স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

সূচিপত্র

পরিপত্র ৪

প্রারম্ভিক কথা ৬

অধিবেশন - ১ ৮
রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি অবহিতকরণ ও উপকরণ বিতরণ
পাঠ ১.১: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন ও উপকরণ বিতরণ
পাঠ ১.২: পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি

অধিবেশন - ২ ৯
সেপটিক ট্যাংক ও বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
পাঠ ২.১: বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
পাঠ ২.২: সেপটিক ট্যাংক বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

অধিবেশন - ৩ ১২
সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণের ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা
পাঠ ৩.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকিসমূহ
পাঠ ৩.২: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়

অধিবেশন - ৪ ১৭
সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিস্তারিত নিয়মাবলি
পাঠ ৪.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের প্রক্রিয়া

অধিবেশন - ৫ ১৮
সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে ধারণা প্রদান
পাঠ ৫.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের প্রদর্শনী
পাঠ ৫.২: প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে ধারণা প্রদান

অধিবেশন - ৬ ২০
সেপটিক ট্যাংকের মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী
পাঠ ৬.১: সেপটিক ট্যাংকের মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী

অধিবেশন - ৭ ২০
মূল্যায়ন ও সমাপনী
পাঠ ৭.১: মূল্যায়ন ও সমাপনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.২২.০৬১..১৬.২৪

তারিখ ১১ মাঘ ১৪২৩ / ২৪ জানুয়ারি ২০১৭

পরিপত্র

বিষয় : সেপ্টিক ট্যাংক (Septic Tank) পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানমাল রক্ষাকরণ সংক্রান্ত।

নগর ও শহরাঞ্চলে আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবনের সেপ্টিক ট্যাংকসমূহ পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে প্রায়শই নিয়োজিত শ্রমিকবৃন্দ দুর্ঘটনার শিকার হন এবং তাদের প্রাণহানী ঘটে। সেপ্টিক ট্যাংক কায়িক শ্রমে (Manually) পরিষ্কারকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানমাল রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসা কর্তৃক অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হল :

১. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা; সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসাসমূহ সেপ্টিক ট্যাংকের পয়:পরিষ্কার ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত শ্রমিক বাছাইপূর্বক তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। বাছাইকৃত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে সহায়তা গ্রহণ করা যাবে;

২. সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসাসমূহ উপর্যুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক শ্রকিককে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের একটি তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/আঞ্চলিক দপ্তরে জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করবে;

৩. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসাভুক্ত এলাকার কোনো ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসায় বর্ণিতভাবে তালিকাভুক্ত শ্রমিক ছাড়া অন্য কোন শ্রমিককে সেপ্টিক ট্যাংকের পয়:পরিষ্কার বা ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত করতে পারবে না;

৪. সেপ্টিক ট্যাংকের পয়:পরিষ্কারকরণ বা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসায় তালিকাভুক্ত নয়, এমন শ্রমিক নিয়োজিত করা হলে এবং দুর্ঘটনার ফলে সে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ বা তার মৃত্যু হলে, সংশ্লিষ্ট ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠানকে দুর্ঘটনা/ক্ষতি/মৃত্যুর আইনগত ও আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে;

৫. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসাসমূহ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেপ্টিক ট্যাংক নির্মাণ, ব্যবহার ও পরিষ্কারকরণ নিশ্চিত করার জন্য ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করার বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬. সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরী থাকবে যা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসা নির্ধারণ করবে;

৭. ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ণিতভাবে তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের দ্বারা সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কার করা হলে এ সংক্রান্ত একটি সনদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা ওয়াসা কর্তৃক প্রদান করতে হবে এবং তা ভবন মালিক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে;

৮. ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেপ্টিক ট্যাংক নির্মাণ বা ব্যবহার না করলে এবং বছরে ১ (এক) বার সেপ্টিক ট্যাংক তালিকাভুক্ত শ্রমিক দ্বারা পরিষ্কার না করলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসা তাদের দ্বারা নির্ধারিত হারে জরিমানা আদায় করতে পারবে;

৯. সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাছাইকৃত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করতে হবে যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসাসমূহ কর্তৃক অনুসরণ করতে হবে; এবং

১০. এ পরিপত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসাসমূহ তাদের আওতাধীন এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ অনুশাসন অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ২৪/০১/২০১৭ খ্রি:

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : ৯৫৫৮২২৯

বিতরণ :
১. অতিরিক্ত সচিব (প্রসাশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ (পরিপত্রটি সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা/জেলা পরিষদকে অবহিত করা এবং এ পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুশাসন প্রদানের অনুরোধসহ)।
২. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, (পরিপত্রটি সংশ্লিষ্ট সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা-কে অবহিত করা এবং এ পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুশাসন প্রদানের অনুরোধসহ)।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী ওয়াসা।

অনুলিপি :
১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. অতিরিক্ত সচিব (পাস) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি।

প্রারম্ভিক কথা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে যে সব সেপটিক ট্যাংক ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যথাযথভাবে ও নিরাপদে পরিষ্কার করার জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। পরিষ্কার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব ঝুঁকি আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অবহিতকরণ। সেপটিক ট্যাংক এর সুবিধাভোগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করাও এ প্রশিক্ষণের একটি উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা একটি সেপটিক ট্যাংকের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা পাবেন।

প্রশিক্ষণার্থী

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাছাইকৃত পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং ওয়াসাসমূহের পয়:লাইন পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন। এছাড়া, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সুপারভাইজাররাও প্রশিক্ষণের আওতায় পড়বেন।

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

প্রতিটি প্রশিক্ষণে অনধিক ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের ব্যপ্তিকাল

প্রতিটি প্রশিক্ষণ ৮ ঘণ্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশিক্ষণকালীন নিয়ম-নীতি

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষক অনুসরণীয় নিয়ম-নীতি ও আচরণবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিস্তারিত ধারণা দিবেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তথ্য আদান প্রদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় উভয়মুখী হতে হবে। এর ফলে প্রশিক্ষণ থেকে সর্বাধিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হবে। প্রশিক্ষক এ ক্ষেত্রে Facilitator এর ভূমিকা পালন করবেন।

- সব প্রশিক্ষণার্থীকে সময়মত উপস্থিত থাকতে হবে।
- প্রতিটা সেশনের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে, যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার সমাধান প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবার মাঝ থেকে বের হয়ে আসে।
- হাতে-কলমে প্রশিক্ষণকালে কোন বিষয় বুঝতে প্রশিক্ষণার্থীরা একে অপরকে সহযোগিতা করবেন।
- প্রশিক্ষণ চলাকালে অনুমতি ব্যতীত প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে যাওয়া যাবে না। প্রশিক্ষণস্থলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশিক্ষণের পূর্বপ্রস্তুতি

প্রশিক্ষণার্থীরা সময়মত প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকবেন। প্রশিক্ষক নিজ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিবেন। সব ধরণের প্রশিক্ষণ উপকরণ আগে থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। পরিষ্কারের কোন উপকরণ প্রদর্শন করতে হলে তা পূর্বেই মজুদ রাখতে হবে। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ থাকলে পূর্ব হতে প্রশিক্ষণ সাইটে যাতায়াতের ব্যবস্থা ও উপকরণ প্রদর্শন নিশ্চিত করবেন।

প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন

সব প্রশিক্ষণার্থী যেন সহজে প্রশিক্ষণের স্থানে সময়মত আসতে পারে এমন একটি স্থান প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। প্রশিক্ষণস্থলের নিকটে এক/ একাধিক সেপটিক ট্যাংক থাকলে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণের উপকরণ

প্রশিক্ষণ শুরুর সাথে সাথেই প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

- কাগজ-কলম।
- সচিত্র নির্দেশনাবলি।

এছাড়া, যেসব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে, সেগুলো কক্ষের এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রশিক্ষণপূর্ব চেকলিস্ট (আয়োজক কর্তৃক অনুসরণীয়)

- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন যথাযথ হয়েছে কিনা?
- প্রশিক্ষণের স্থান, তারিখ, সময় প্রশিক্ষণার্থীদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা?
- প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মুখে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখা হয়েছে কিনা?
- প্রশিক্ষণের স্থানটি প্রশিক্ষণের উপযুক্ত কিনা?
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?
- অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা?
- হাতে- কলমে প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী সেপটিক ট্যাংক নির্বাচন ও তা প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?
- সাইটটি প্রশিক্ষণস্থল থেকে দূরে হলে সেক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?
- আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?

প্রশিক্ষণসূচি

সময়	অধিবেশন	বিষয়বস্তু
৯:০০- ৯:৩০	১	রেজিস্ট্রেশন
		পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি অবহিতকরণ ও উপকরণ বিতরণ
৯:৩০ - ১০:৩০	২	সেপটিক ট্যাংক ও বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
১০:৩০ - ১১:০০		**চা বিরতি**
১১:০০ - ১২:০০	৩	সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা
১২:০০ - ১২:৩০	৪	সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিস্তারিত নিয়মাবলি উপস্থাপন
১২:৩০ - ০১:৩০	৫	সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে ধারণা প্রদান
০১:৩০ - ০২:৩০		**মধ্যাহ্ন বিরতি**
০২:৩০ - ০৪:৩০	৬	সেপটিক ট্যাংকের মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী
০৪:৩০ - ০৫:০০	৭	মূল্যায়ন ও সমাপনী

অধিবেশন - ১

রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি অবহিতকরণ ও উপকরণ বিতরণ

সময়: ৯:০০-৯:১৫
পাঠ ১.১: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন ও উপকরণ বিতরণ
উপকরণ: নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফরম ও কলম

প্রশিক্ষকের করণীয়	প্রশিক্ষণার্থীর করণীয়
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সব প্রশিক্ষণার্থীর নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য নিম্নরূপ ছক ব্যবহার করবেন।	প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরম পূরণ করে স্বাক্ষর করবেন। প্রশিক্ষণ আয়োজকদের পক্ষ থেকে ছক পূরণে সহযোগিতা করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন ছক

নাম ও ঠিকানা	পেশা	কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মরত থাকলে তার নাম	বয়স	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর (স্বাক্ষর করতে অসামর্থ্য হলে টিপসই প্রদান করবে)

সময়: ৯:১৫- ৯:৩০
পাঠ ১.২: পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি
উপকরণ: প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: মৌখিক পরিবেশনা

১.২.১ পরিচিতি:

প্রশিক্ষক প্রথমে তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিবেন। পরিচয় পর্বে তিনি তাঁর নাম, পেশা ও প্রশিক্ষণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করবেন। এরপর, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরবেন।
এতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ জড়তামুক্ত হবেন এবং প্রশিক্ষণের সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

১.২.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি আলোচনা:

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এরপর, প্রশিক্ষণের নিয়মকানুন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবেন। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবেন।

১.২.৩ উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা:

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কলম ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

অধিবেশন - ২

সেপটিক ট্যাংক ও বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

সময়: ৯:৩০- ১০:০০
পাঠ ২.১: বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: মৌখিক পরিবেশনা

বর্জ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারনা দিতে প্রশিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করবেন।

১। তরল বর্জ্য (Sewage): তরল বর্জ্য নর্দমা দ্বারা বাহিত। গৃহস্থালি ও শিল্প কারখানার সবধরণের নিঃস্রাব (effluent) ও বৃষ্টির পানি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তরল বর্জ্যকে নিম্নবর্ণিতভাবে ভাগ করা যায়:

(ক) গৃহস্থালি বর্জ্য (Domestic sewage): বাসাবাড়ি, এপার্টমেন্ট বাড়ি, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাট্রিন, প্রস্রাবখানা, গোসলখানা ও সিঙ্ক ইত্যাদি থেকে নির্গত দূষিত তরল গৃহস্থালি সিউয়েজ এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের সিউয়েজকে স্যানিটারি সিউয়েজ ও Black water বলা হয়।



ছবি ২.১ : তরল বর্জ্য

(খ) সালেজ (Sullage): রান্নাঘর, হাত ধোয়ার বেসিন এবং বাসগৃহের অন্যান্য ধোয়ার স্থান থেকে নির্গত ময়লা পানিকে সালেজ বলে। মানব বর্জ্য সালেজ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সালেজ গৃহস্থালি সিউয়েজ থেকে কম দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং শোধন ছাড়াই খাল বিল বা উন্মুক্ত নর্দমায় নিষ্কাশন করা যায়। একে Grey water ও বলে।

(গ) শিল্পবর্জ্য (Industrial sewage): শিল্প কারখানা, যেমন- কাগজ কল, চিনির কল, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, সার কারখানা, রং করার কারখানা ইত্যাদিতে দ্রব্য উৎপাদন করার সময় নির্গত তরল বর্জ্যকে শিল্পবর্জ্য বলে।

২। কঠিন আবর্জনা (Solid waste): দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের অযোগ্য বলে আমরা যেসব কঠিন পদার্থ ফেলে দেই তাকেই কঠিন আবর্জনা বলা হয়। গৃহস্থালি কঠিন আবর্জনায় কাগজ ও কাগজের সামগ্রী, কাঠ, প্লাস্টিক, চামড়া, রবার, কম্বল, গ্লাস, ধাতব পদার্থ, পাথর ইত্যাদি পরিত্যক্ত পদার্থ থাকে। শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কঠিন আবর্জনায় কাঁচামাল, নষ্ট দ্রব্য, প্যাকেজ সামগ্রী ইত্যাদি দ্রব্যাদি থাকে।



ছবি ২.২ : কঠিন বর্জ্য

৩। স্কাম (Scum): সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে দূষিত পানির উপরে ফেনা বা সর জাতীয় পদার্থের যে স্তর জমা হয় তাকে স্কাম/ ফেনা/ সর বলে। এ স্তরটি দূষিত পানির উপরে ভেসে থাকে।

৪। স্লাজ (Sludge): সেপটিক ট্যাংক এর নিচে যে তলানি পড়ে থাকে তাকেই স্লাজ বা গাদ বলে।

সময় : ১০:০০- ১০:৩০
পাঠ ২.২: সেপটিক ট্যাংক বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: ছবির মাধ্যমে মৌখিক আলোচনা

সেপটিক ট্যাংক সিস্টেমের উপর প্রাথমিক ধারণা দিতে প্রশিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন।

একটি সেপটিক ট্যাংক সিস্টেমে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে।

- ইন্সপেকশন পিট
- কানেকশন পাইপ
- সেপটিক ট্যাংক
- সোক ওয়েল

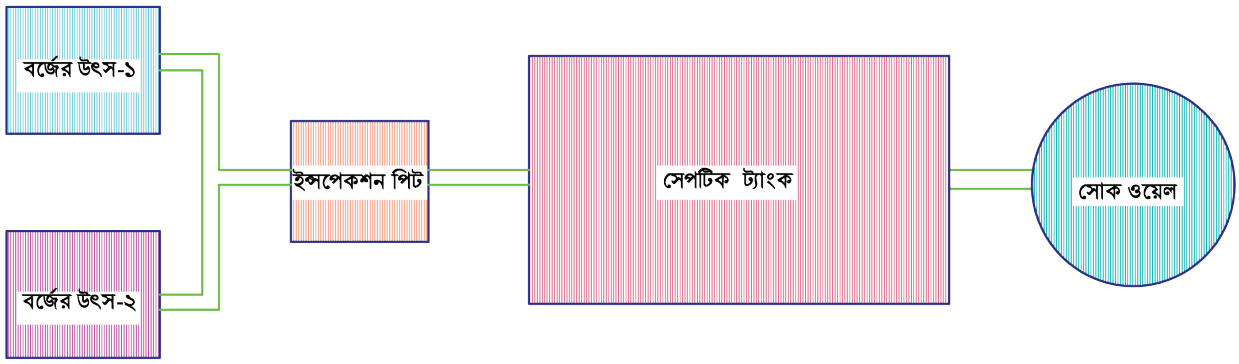

ছবি ২.৩ : সেপটিক সিস্টেম লেআউট

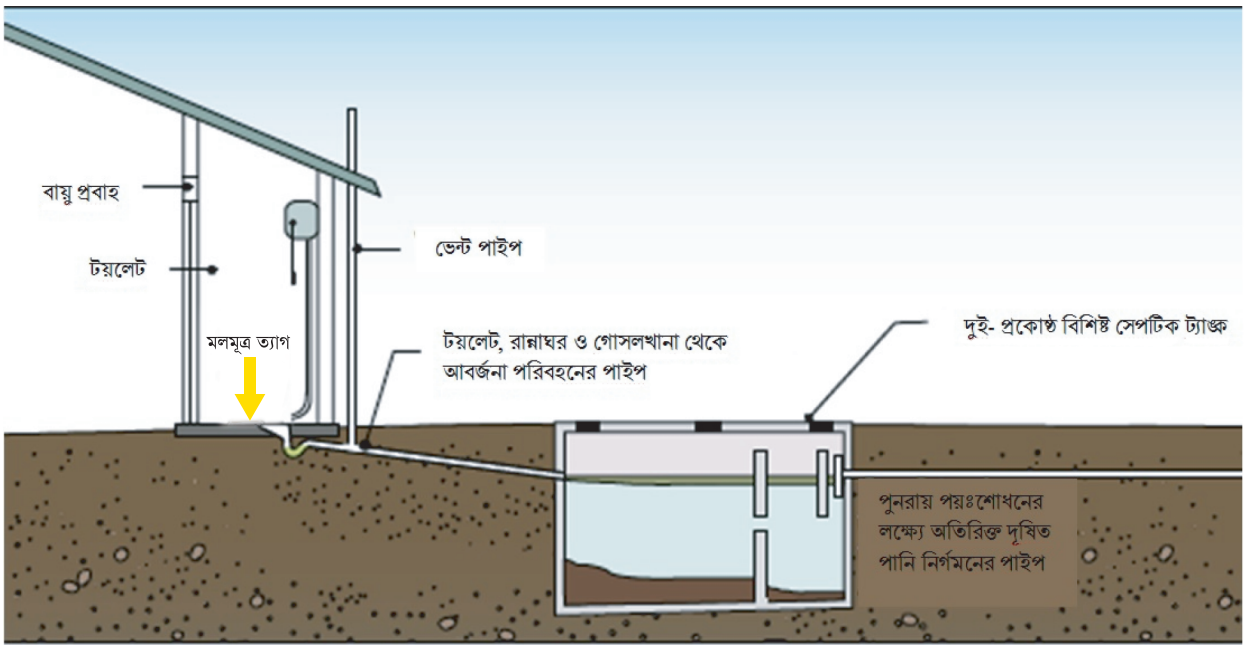

ছবি ২.৪ : সেপটিক সিস্টেম

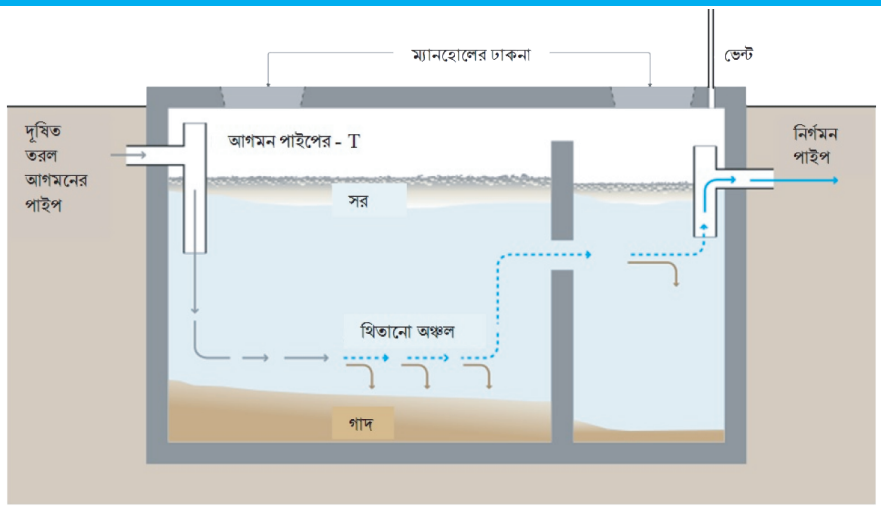

ছবি ২.৫ : সেপটিক ট্যাংক

সেপটিক ট্যাংক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা:

- সেপটিক ট্যাংক মাটির নিচে স্থাপিত পানিরোধক একটি ট্যাংক।
- এই ট্যাংকে বেশ কয়েকটি ধাপে বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যেমন- ল্যাট্রিন থেকে নির্গত মল সংগৃহীত হয়, মলের কঠিন ও তরল অংশ আলাদা হয়ে যায়, জৈব পদার্থ বায়ুশূন্য অবস্থায় বিযোজিত (Decomposed) হয় এবং ওপরের স্বচ্ছ তরল পদার্থ পুনঃশোধনের জন্য ট্যাংক থেকে নির্গত হয়।
- কঠিন ও ভারী পদার্থ এবং আংশিক বিযোজিত গাদ ট্যাংকের মেঝেতে তলানি হিসেবে পড়ে থাকে। হাল্কা ও তৈলাক্ত পদার্থ পানির ওপরে একটি ফেনাযুক্ত আস্তরণ বা সর তৈরি করে। আংশিক শোধিত তরল পদার্থ সরের নিচে অবস্থিত নির্গমন পাইপ দিয়ে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।
- একটি আদর্শ সেপটিক ট্যাংকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ বড় হবে। সাধারণত সেপটিক ট্যাংকে দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এর পাশাপাশি, দুইয়ের অধিক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সেপটিক ট্যাংকও ব্যবহার করা যায়। তবে, দুইয়ের অধিক প্রকোষ্ঠে বর্জ্য শোধনের মান ভাল হয় না। দুই প্রকোষ্ঠের ক্ষেত্রে ১ম প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ২য় প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হয়। সেপটিক ট্যাংকে কমপক্ষে ২টি ঢাকনা থাকে।
- ট্যাংকের নির্গমন পথ প্রবেশ পথের কিছুটা নীচে থাকে। উভয় পথই ইংরেজি 'T' অক্ষরের মত হয়। তবে, নির্গমন পথের খাড়া অংশটির প্রান্তদ্বয় সরের উপরিতলের উপরে ও নিম্নতলের নীচে থাকা প্রয়োজন।।

Bangladesh National Building Code (BNBC) অনুযায়ী বিস্তারিত পরিমাপসহ সেপটিক ট্যাংক নিম্নে প্রদর্শিত হল।

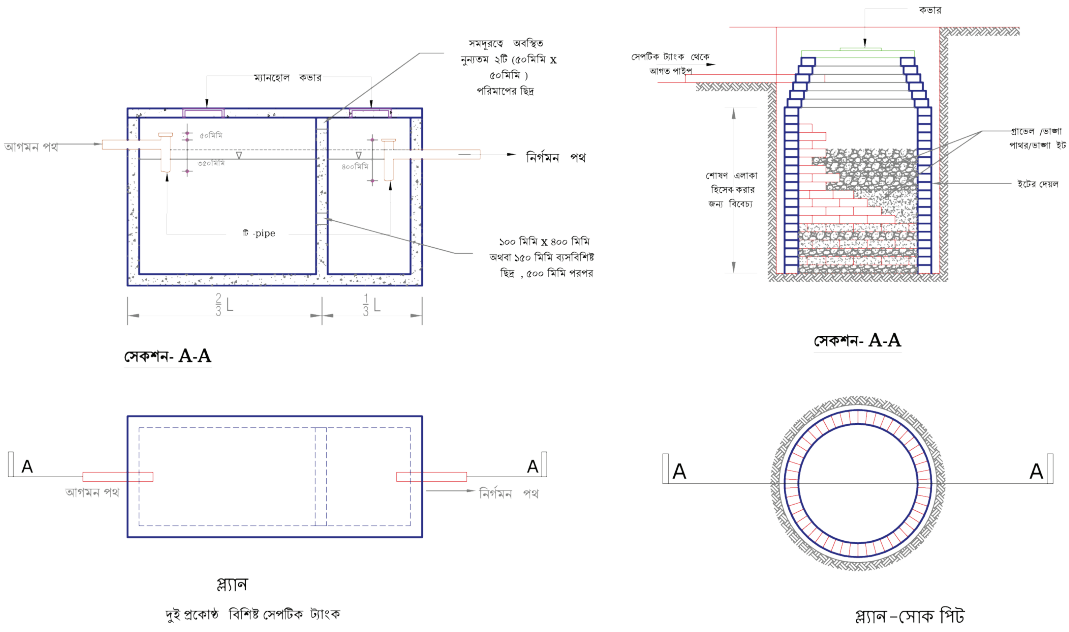

ছবি ২.৬ : বিস্তারিত পরিমাপসহ সেপটিক ট্যাংক

অধিবেশন-৩

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণের ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা

সময়: ১১:০০-১১:৩০
পাঠ ৩.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকিসমূহ
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: দলবদ্ধ আলোচনা ও মৌখিক পরিবেশনা

প্রশিক্ষণার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে ঝুঁকিসমূহ আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক ও অন্যান্য সহকারী প্রশিক্ষকগণ দলগুলোকে আলোচনা করতে সহযোগিতা করবেন। আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল তাদের নিজ নিজ দলের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অন্যান্য দলকে অবহিত করার জন্য মৌখিক পরিবেশনা করবেন। পরিবেশনা শেষে প্রশিক্ষক বিভিন্ন দল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তাঁর নিজের প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিসমূহের সাথে সমন্বয় করে সবার উদ্দেশ্যে মৌখিক পরিবেশনা করবেন।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকিসমূহ

সেপটিক ট্যাংক পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা তাদের কাজের সময় নানারকম ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ সংক্রামক রোগ, ক্ষতিকারক গ্যাসসহ নানারকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। বর্জ্য তরল পদার্থসমূহে বিদ্যমান ক্ষতিকারক ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও নানারকম পরজীবী মানবদেহে নানা রকম রোগ সংক্রমণ ও অসুস্থতার জন্য দায়ী। বিশেষ করে অসুস্থ, গর্ভবতী নারী, শিশু ও বয়স্কদের উপর এ সকল ক্ষতিকারক প্রভাব বেশি পড়ে। ঝুঁকিসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা না করার ফলে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী মারা যায়। পাশাপাশি, অনেকেই শারীরিকভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

পরিবেশগত ঝুঁকি

- সেপটিক ট্যাংকে অক্সিজেন গ্যাসের স্বল্পতা থাকে। এখানে, দাহ্য এবং বিষাক্ত গ্যাস যেমন, মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয়, যা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার কাজকে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- মিথেন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন একটি দাহ্য, শ্বাসরোধী গ্যাস। হাইড্রোজেন সালফাইডও বর্ণহীন, দাহ্য গ্যাস। তবে এই গ্যাসটি অতিমাত্রায় দুর্গন্ধযুক্ত ও মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। খুব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দুর্গন্ধ আর অনুভূত না হলেও গ্যাসটির ক্ষতিকারক প্রভাব বিন্দুমাত্র কমে না।
- পর্যাপ্ত বায়ুপ্রবাহের অভাবে বিষাক্ত গ্যাসগুলো সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে ও ম্যানহোলের ঢাকনার আশেপাশে জমা হয়ে পরিবেশকে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

জীবানুজনিত ঝুঁকি

- নানারকম রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী, ছত্রাক) এবং অন্যান্য সংক্রামক অনুজীব মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ।
- হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, ডাইরিয়া, কলেরাসহ নানারকম সংক্রামক রোগ এ জীবানু থেকে সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, জীবানুর প্রভাবে নানারকম জটিল চর্মরোগও দেখা দেয়।

কাঠামোগত ঝুঁকি

- বর্জ্য তরল পদার্থ সেপটিক ট্যাংক এর ফাটল দিয়ে বের হয়ে চারপাশ ও ট্যাংকের উপরিভাগ পিচ্ছিল করতে পারে।
- তাছাড়া, ট্যাংকের ভিতরে প্রবেশের জন্য স্থাপিত ম্যানহোলের ঢাকনা ও তার চারপাশ ভাঙ্গা থাকতে পারে। এর ফলে

পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ তাদের কাজের সময় পিচ্ছিল স্থানে পড়ে শারীরিকভাবে আহত হওয়া এবং ভাঙ্গা স্থান দিয়ে ট্যাংকের ভিতরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যান্ত্রিক ঝুঁকি

- যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ট্যাংক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অদক্ষ কর্মী যান্ত্রিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
- তাছাড়া, যে পাম্প বা যন্ত্রপাতিসমূহ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থায়িত্ব হারায়।
- এমনকি পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলাকালে যন্ত্রপাতি অকেজো থাকলে কর্মদক্ষতা লোপ পায়। এতে মূল্যবান কর্মঘণ্টা অপচয় হয় এবং গৃহস্থালির কাজে বিঘ্ন ঘটে।

রাসায়নিক ঝুঁকি

- বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অথবা ট্যাংকের চারপাশ জীবানুমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম যৌগ, ফরমালডিহাইড, ক্লোরিন যৌগ, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক পদার্থ, স্যানিটাইজার, ব্লিচিং পাউডার উল্লেখযোগ্য।
- এ সব রাসায়নিক পদার্থ সতর্কতার সাথে ব্যবহারবিধি না মেনে ব্যবহার করলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে যায়।

অন্যান্য ঝুঁকি

- উপরোল্লেখিত ঝুঁকিসমূহ ছাড়াও আলোকস্বল্পতা, উচ্চতাপমাত্রা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করে।
- তাছাড়া, কাজের সময় পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাড়া অন্য মানুষ, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের উপস্থিতি সবার জন্যই ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সময়: ১১:৩০-১২:০০
পাঠ ৩.২: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: মৌখিক পরিবেশনা

প্রশিক্ষক মৌখিক পরিবেশনার মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করবেন। মৌখিক পরিবেশনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে দলবদ্ধভাবে প্রশিক্ষক নির্ধারিত কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক ও অন্যান্য সহকারী প্রশিক্ষকগণ দলগুলোকে আলোচনা করতে সহযোগিতা করবেন। আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল তাদের নিজ নিজ দলের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অন্যান্য দলকে অবহিত করার জন্য মৌখিক পরিবেশনা করবেন। দলবদ্ধ আলোচনার পর কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন হলে অথবা দলবদ্ধ আলোচনাতে কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে প্রশিক্ষক তা আলোচনা করবেন।

ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের করণীয়:

ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী যদি মনে করেন তিনি ও তার আশেপাশের জনগণ নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন, তবে সাথে সাথে তিনি কাজ বন্ধ করে দিবেন ও কর্মস্থল ঝুঁকিমুক্ত করে পুনরায় কাজ শুরু করবেন। ঝুঁকি মোকাবেলায় তিনটি ধাপে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পরিষ্কার করার আগে:

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজ করার জন্য ন্যূনতম প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

- সবসময় মনে রাখতে হবে যে বর্জ্য পদার্থ ক্ষতিকারক এবং রোগ জীবানু সংক্রমণ হতে পারে। এমনকি কাজের শেষে জামাকাপড় ও যন্ত্রপাতিতে লেগে থাকা বর্জ্য পদার্থও সমান ক্ষতিকারক।
- হেপাটাইটিস ও টিটেনাসের টিকা গ্রহণ করে সবসময় সুরক্ষিত থাকতে হবে।
- পরিষ্কার করার পূর্বে পুরো সিস্টেমে তরল বর্জ্য বের হয়ে যাওয়ার মত কোন ধরণের ছিদ্র আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- সেপটিক ট্যাংক খালি করার আগে উক্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির তল অনুমান করে নিতে হবে। পানির তল খালি ট্যাংকের তলার উপরে হলে ট্যাংক মাটির উপরে ভেসে উঠতে পারে।
- যে কোন জরুরি প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সাথে থাকতে হবে। চোখ ও শরীরের বিভিন্ন অংশ জরুরি প্রয়োজনে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানি হাতের কাছে থাকতে হবে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রের ও ফায়ার সার্ভিসের যোগাযোগ নাম্বার ও অবস্থান জেনে কাজ শুরু করতে হবে।
- পরিষ্কারের স্থানের চারপাশে অস্থায়ী নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত সাবধানতামূলক সাইন ও লেবেল ব্যবহার করতে হবে।
- কানেকটিং পাইপের কাট পিস, সিমেন্ট, সুরকি প্রভৃতি মেরামতকারী জিনিস সাথে রাখতে হবে।
- সেপটিক ট্যাংকের আশেপাশের মাটি পলিথিনের শিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন কোন বর্জ্য পদার্থ কাজের সময় বা কাজের শেষে মাটিতে পড়ে না থাকে। বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পড়ে মাটি ও ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করতে পারে। রোগ জীবানু পরবর্তীতে আশেপাশের জনগণের মাঝে রোগ ছড়াতে পারে।
- ট্যাংকের ভিতরে বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এয়ার কম্প্রেসার এবং ফ্যান ব্যবহার করা যেতে পারে। যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক খালি করার ক্ষেত্রে ভ্যাকিউম ট্যাংকার ও ভ্যাকিউম পাম্প পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োজিত করতে হবে।

পরিষ্কার করার সময়:

- কখনও একা কাজ করা উচিত নয়, কাজের সময় এক বা একাধিক সহকর্মী পাশে থেকে কাজে সহযোগিতা করতে হবে।
- সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনা কোন অবস্থাতেই খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না। সার্বক্ষণিক দায়িত্ববান কোন ব্যক্তি পরিষ্কার করার স্থানে অবস্থান করবেন।
- আশেপাশের লোকজন, বিশেষ করে শিশুদেরকে পরিষ্কারের সময় অবস্থান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিষ্কার করার সময় সর্বদা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE) পরিধান করে থাকতে হবে যেন, হাত, মুখ ও চামড়া সুরক্ষিত থাকে। সেফটি গ্লাস বা চশমা, সেফটি হেলমেট, মুখের মাস্ক, হাতের গ্লাভস, গামবুট এবং কাজের জন্য নির্দিষ্ট কাপড় (অভেদ্য) পরিধান করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE) থাকা সত্ত্বেও কেউ ব্যবহার না করলে তার জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিজে দায়ী হবেন।
- উজ্জ্বল আলোর উৎস, বিশেষ করে শক্তিশালী টর্চ লাইট সাথে থাকতে হবে। শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক আলোর উপর নির্ভর করে পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা ঠিক হবে না। সবসময় বিকল্প আলোর উৎসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শরীরে কোন কাটা বা ক্ষত থাকলে ভালভাবে ঢেকে নিতে হবে। ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এসব স্থান দিয়ে শরীরে ঢুকে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সাবধানতার জন্য কাজ শেষে কাটা বা ক্ষত ভালভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত স্থানে হাত বা হাতের গ্লাভস দিয়ে আঁচড় কাটা যাবে না।
- সেপটিক ট্যাংকের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ট্যাংকের ভিতরে উৎপন্ন মিথেন গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য। তাই, কখনও পরিষ্কারের সময় আশেপাশে ধূমপান বা অন্য কোন কারণে আগুণ ধরানো যাবে না।
- সেপটিক ট্যাংকের ভিতর মাথা ঢোকানো উচিত নয়, বিশেষ প্রয়োজনে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঢোকালেও বেশিক্ষণ ভিতরে রাখা যাবে না।
- যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক খালি করার ক্ষেত্রে কোন ভারী যন্ত্র অথবা ভ্যাকিউম ট্যাংকার সেপটিক ট্যাংকের উপরে রাখা যাবে

না। এতে ট্যাংকের ছাদের ক্ষতি হতে পারে।

- যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক খালি করার ক্ষেত্রে ভ্যাকিউম ট্যাংকার ও ট্যাংক সংযোগকারী পাইপ যথাসম্ভব সোজা রাখতে হবে। পাইপের সংযোগস্থল দিয়ে তরল বর্জ্য যেন চুয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পুরনো ট্যাংকের ম্যানহোলের ঢাকনাতে মরিচা পড়ে দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। তাই, সাবধানতার সাথে ঢাকনা খুলতে ও লাগাতে হবে।
- পরিষ্কার করার কাজ শুরুর পূর্বেই শক্ত কোন লাঠি বা বাঁশ দিয়ে ট্যাংকের ভিতরে জমাকৃত ফেনার স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপর ফেনার স্তরের উপর ব্লিচিং পাউডার বা কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত করতে হবে।
- পরিষ্কার করার সময় ট্যাংকের আশেপাশে কোন প্রকার খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। খাবার বা পানীয় গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই হাত ও মুখ ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।
- ট্যাংক পরিষ্কারকালীন সময়ে কোন ধরণের মাদক বা নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না।
- হাত ও মুখমণ্ডলের মধ্যে স্পর্শ পরিহার করতে হবে। হাত সবসময় কাঁধের নিচে রাখতে হবে যেন বর্জ্য পদার্থ চুয়ে শরীরের উপর না পড়ে।
- ট্যাংকে গাদের পরিমাণ কম হলে অথবা গাদ ট্যাংকের তলানিতে থাকলেই কেবলমাত্র ট্যাংকে প্রবেশ করা যেতে পারে।
- সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে হলে সবগুলো ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে **কমপক্ষে ১ (এক) ঘণ্টা** অপেক্ষা করতে হবে যেন আবদ্ধ গ্যাস বের হয়ে যেতে পারে।
- ভিতরে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই কৃত্রিমভাবে বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে, ফ্যান ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সেপটিক ট্যাংক প্রবেশে নিরাপদ বোধ করলে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ঢেকে শ্বাস নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ট্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও গ্যাসমাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- ট্যাংকের ভিতরে মই অথবা উপযুক্ত উপকরন ব্যবহার করে প্রবেশ করতে হবে যাতে হঠাৎ করে পড়ে না যায়। যিনি প্রবেশ করবেন তার কোমরে রশি অথবা সেফটি বেল্ট দিয়ে বেঁধে উপরে অবস্থিত সহকর্মীদের কাছে রশি বা বেল্টের অন্য প্রান্ত রাখতে হবে, যেন বিশেষ কোন প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে তাকে ট্যাংকের বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়।
- সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে যদি কোন পরিচ্ছন্নতাকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন বা কোন সাড়া না দেন তাহলে কোন অবস্থাতেই তাকে উদ্ধারের জন্য অপর একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে নামানো যাবে না। অসুস্থ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে উদ্ধারের জন্য দক্ষ উদ্ধারকর্মীর সহায়তা নিতে হবে অথবা তাকে উপর থেকে কোমরে বাঁধা রশির সাহায্যে উঠানোর চেষ্টা করতে হবে (এ অংশটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় হাতে-কলমে প্রদর্শন করতে হবে)।

পরিষ্কার করার পরে

- ট্যাংকের নিচে জমাকৃত তলানি উত্তোলনের পর সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ফেলতে হবে। নির্ধারিত স্থানে ফেলা সম্ভব না হলে ট্যাংকের কাছাকাছি বড় গর্ত করে, তলানি ফেলে, তার উপর মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, গর্ত থেকে নিকটতম পানির উৎসের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ মিটার হতে হবে এবং গর্তের তলা থেকে ভূগর্ভস্থ পানির দূরত্ব ২ মিটার থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে, তলানি ফেলার স্থানে যাতে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ট্যাংক পরিষ্কার করার পর ব্যবহৃত পাত্র, যন্ত্রপাতি, পোশাক ও ট্যাংকের আশেপাশের স্থান পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- সেপটিক ট্যাংকের আশেপাশের স্থান পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত কোন মানুষ বা গৃহপালিত পশু-পাখি সে স্থানে না যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ট্যাংকের সুবিধা ভোগকারীদের সাবধান করে দিতে হবে।

ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্যাংক/ স্থাপনা মালিকের করণীয়:

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজের ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্যাংক/ স্থাপনার মালিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁর সহযোগীতা যে কোন দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।

- পরিষ্কারের সময় স্থাপনার মালিক বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাত মুখ ধৌতকরণের জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা ও টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তাদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থাও করতে হবে।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দৈনিক ৮ (আট) ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ট্যাংকের একদম নিচে নেমে বর্জ্যের তলানি সংগ্রহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।
- বছরে কমপক্ষে একবার করে সোজা বাঁশ বা শক্ত কোন লাঠির সাহায্যে ট্যাংকের ভিতরের বর্জ্যের গভীরতা মাপতে হবে। তিনভাগের দুইভাগ পূর্ণ হলেই ট্যাংকটি পরিষ্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। বর্জ্যের গভীরতা মাপার সময় বাঁশ বা লাঠি সোজা করে ধরতে হবে, এতে বর্জ্যের প্রকৃত গভীরতা জানা যাবে।
- স্থাপনার মালিক ট্যাংক ব্যবহারকারী সকলকে সঠিকভাবে টয়লেট ব্যবহার করার জন্য সচেতন করবেন। বিশেষ করে, টয়লেটে যেন কোন প্রকার কঠিন বর্জ্য বা বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ ফেলা না হয় সে ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা দিবেন।
- পরিষ্কার করার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে পূর্ব হতে প্রস্তুতি রাখতে হবে।
- ট্যাংকের বর্জ্য যেন সঠিক স্থানে ফেলা হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিষ্কার করার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে করণীয়:

পরিষ্কার করার সময় কোন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ট্যাংকের ভিতরে পড়ে গেলে বা ভিতরে অবস্থিত কেউ কোনপ্রকার সাড়া না দিলে নিম্নরূপ করণীয়:

- সাথে সাথে পরিষ্কার করার কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।
- যিনি ভিতরে অবস্থান করছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।
- ভিতরে অবস্থানকারীর কোমরে রশি বা সেফটি বেল্ট লাগানো থাকলে রশি ধরে তাকে দ্রুত উপরে তুলে নিয়ে আসতে হবে।
- ভিতরে অবস্থানকারীর কোমরে কোন নিরাপত্তামূলক রশি বাঁধা না থাকলে ভিতরে বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে এয়ার কম্প্রেসার বা ফ্যানের সাহায্যে বাতাস দিতে হবে।
- দ্রুততম সময়ে উদ্ধারের জন্য পার্শ্ববর্তী ফায়ার সার্ভিসে যোগাযোগ করতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিস আসার আগেই আটকে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে দ্রুত পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।
- আটকে পড়া ব্যক্তিকে ট্যাংকের ভিতর থেকে উপরে উঠিয়ে আনা সম্ভব হলে তাকে খোলামেলা কোন স্থানে শুইয়ে দিতে হবে। স্থানটিতে পর্যাপ্ত বায়ুপ্রবাহ থাকতে হবে। আশেপাশের মানুষ যেন উদ্ধারকৃত ব্যক্তিকে ঘিরে না রাখে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ফায়ার সার্ভিস বা স্বাস্থ্যকর্মী না আসা পর্যন্ত তার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিষ্কার করার সময় অন্য কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে নিম্নরূপ করণীয়:

- সাথে সাথে পরিষ্কার করার কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।
- আশেপাশে থেকে উৎসুক মানুষ, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে।
- সাথে সাথে নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।
- দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করে তার প্রতিকার করার পর কাজ করা নিরাপদ প্রতীয়মান হলেই কেবল পুনরায় কাজ আরম্ভ করতে হবে।

অধিবেশন - ৪

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিস্তারিত নিয়মাবলি

সময়ঃ ১২:০০-১২:৩০
পাঠ ৪.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের প্রক্রিয়া
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: ছবির মাধ্যমে মৌখিক আলোচনা

প্রশিক্ষক পূর্ববর্তী অধিবেশনের ফলাফলের আলোকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের পুরো প্রক্রিয়া বিশদ আলোচনা করবেন।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের প্রক্রিয়া

প্রতিবছর সেপটিক ট্যাংকের নিচে জমে থাকা তলানির গভীরতা পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত সোজা, লম্বা, শক্ত কোন বাঁশ বা লাঠি দিয়ে গভীরতা মাপা যায়। ট্যাংকের তিনভাগের দুইভাগ পূর্ণ হলে সেপটিক ট্যাংকটি খালি করতে হবে।

এক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা অন্য কোন সরকারি সংস্থা কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়োগ করতে হবে।

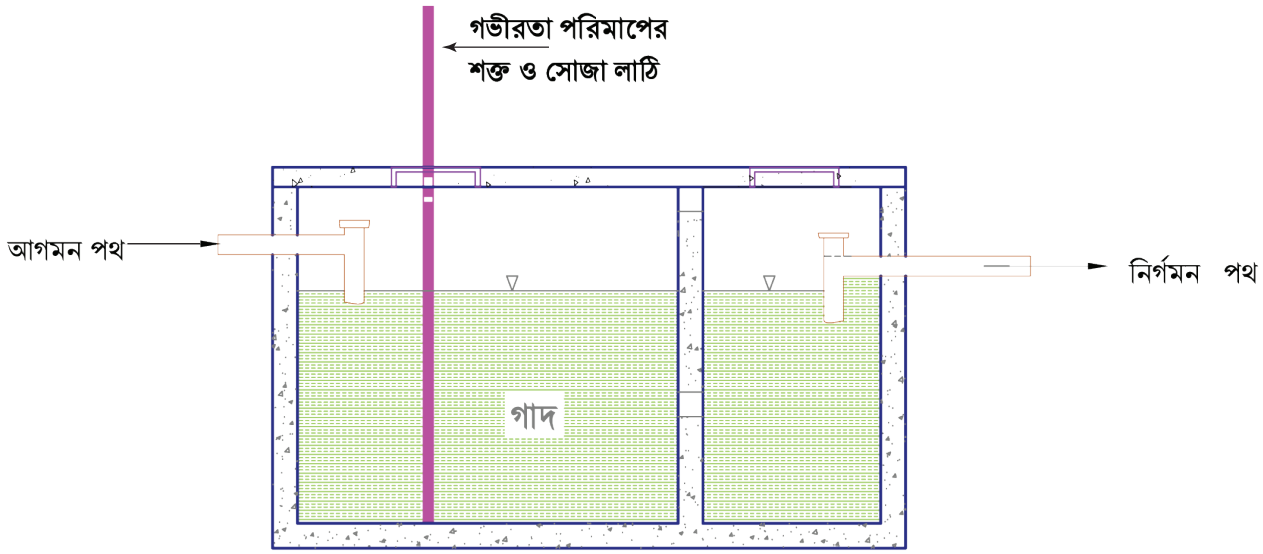

- পরিচ্ছন্নতাকর্মী তার কাজের জন্য সাইটে আসার পর নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- কাজ শুরু করার আগে সাইট ভিজিট করে সেপটিক ট্যাংকের অবস্থান, ম্যানহোলের অবস্থা, ইন্সপেকশন পিট ও সোক পিটের অবস্থান নির্ণয় করবেন। সে অনুযায়ী পরিষ্কার করার উপকরণ সাইটে মজুদ করবেন।
- নির্ধারিত দিনে পরিষ্কার করার সময় গৃহস্থালিতে বর্জ্য পদার্থ নির্গমন যেন না হয় বা খুব কম হয়, সে ব্যাপারে স্থাপনার মালিককে আগে থেকে অবহিত করবেন।
- সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ কার্যক্রমে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ঝড় বৃষ্টিতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার কাজ বন্ধ রাখতে হবে।
- সাইটে প্রথমে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সাবধানতামূলক সাইন দিয়ে পার্শ্ববর্তী উৎসুক জনগণের প্রবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- ট্যাংক পরিষ্কার করার নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে। সহকর্মী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

- পরিষ্কার কাজ শুরু করার পূর্বেই শক্ত কোন লাঠি বা বাঁশ দিয়ে ট্যাংকের ভিতরে জমাকৃত ফেনার স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপর ফেনার স্তরের উপর ব্লিচিং পাউডার বা কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত করতে হবে।
- ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নীচে না নেমে রশিতে বালতি বেঁধে পরিষ্কার করতে হবে।
- ট্যাংকে গাদের পরিমাণ কম হলে অথবা গাদ ট্যাংকের তলানিতে থাকলে তখনই ট্যাংকে প্রবেশ করতে হবে।
- ট্যাংকের তলানি বালতি দিয়ে তুলে পার্শ্ববর্তী বড় কোন পাত্রে জমিয়ে রাখতে হবে। পাত্রটি যেন মজবুত ও ব্যবহার উপযোগী হয়। পাত্রের উচ্চতা কোমরের নিচ পর্যন্ত হলে ভাল হয়।
- ট্যাংকের নীচে জমাকৃত তলানি ম্যানুয়াল বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তোলনের পর সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে। এ ধরণের কোন স্থান পাওয়া না গেলে ট্যাংকের কাছাকাছি বড় গর্ত করে তলানি ফেলে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, গর্ত থেকে নিকটতম পানির উৎসের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ মিটার হতে হবে এবং গর্তের তলা থেকে ভূগর্ভস্থ পানির দূরত্ব ২ মিটার থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে, তলানি ফেলার স্থানে যাতে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ট্যাংক পরিষ্কার করার পর ব্যবহৃত পাত্র, যন্ত্রপাতি, পোশাক ও ট্যাংকের আশেপাশের স্থান পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- সেপটিক ট্যাংকের আশেপাশের স্থান পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত কোন মানুষ বা গৃহপালিত পশু-পাখি সে স্থানে না যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ট্যাংকের সুবিধা ভোগকারীদের সাবধান করে দিতে হবে।

অধিবেশন-৫

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে ধারণা প্রদান

সময়ঃ ১২:৩০-১:০০
পাঠ ৫.১: সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের প্রদর্শনী
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: প্রদর্শনীর মাধ্যমে আলোচনা

প্রশিক্ষক ট্যাংক পরিষ্কার করার বিভিন্ন উপকরণ প্রত্যক্ষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিকট পরিচিত করবেন।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE) ও অন্যান্য পরিধেয়ঃ - হাতের গ্লাভস - মাস্ক - গামবুট	
প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সের উপকরণসমূহ	

নিরাপত্তাবেষ্টনী ও সাবধানতামূলক সাইন	
এয়ার কম্প্রেসার	
সেফটি বেল্ট	
ভ্যাকিউম ট্যাংকার	

সময়ঃ ১:০০-১:৩০
পাঠ ৫.২: প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে ধারণা প্রদান
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: প্রদর্শনীর মাধ্যমে আলোচনা

প্রশিক্ষক প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মী আসার আগে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অসুস্থ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হবে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন।

- পরিষ্কার কাজের সময় কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথেসাথে কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে কাজের সাইট থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে।
- তাকে আলো- বাতাসপূর্ণ কোন খোলামেলা, শুকনা স্থানে নিয়ে শুইয়ে দিতে হবে।
- সে যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস- প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস- প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- তাছাড়া, শরীরের কোন স্থানে আঘাতজনিত ক্ষত সৃষ্টি হলে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে রক্ষিত জীবানুনাশক ব্যবহার করে ক্ষতস্থানটি জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তক্ষরণ হলে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে রক্ষিত তুলা ও ব্যান্ডেজ দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।
- আঘাতের বা ক্ষতের পরিমাণ যাই হোক না কেন, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে।

অধিবেশন-৬

সেপটিক ট্যাংকের মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী

সময়: ২:৩০-৪:৩০
পাঠ ৬.১: সেপটিক ট্যাংকের মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে আলোচনা

প্রশিক্ষক মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনীর জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করে রাখা কাছাকাছি দূরত্বের কোন সেপটিক ট্যাংকে সব অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদলে বিভক্ত করে নিয়ে যাবেন। প্রশিক্ষক সেখানে পূর্বের অধিবেশনগুলো থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ের সাথে মিলিয়ে অংশগ্রহণকারীদের দেখাবেন। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন বা মতামত থাকলে প্রশিক্ষক তার সমাধান করবেন।

অধিবেশন-৭

মূল্যায়ন ও সমাপনী

সময়: ৪:৩০-৫:০০
পাঠ ৭.১: মূল্যায়ন ও সমাপনী
উপকরণ: প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা এবং কাগজ ও কলম
প্রশিক্ষণের কৌশল: প্রশ্নোত্তর পর্ব ও খোলামেলা আলোচনা

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষকের কাছে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরবেন ও উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন এবং অংশগ্রহণকারীগণ এসব প্রশ্নের উত্তর দিবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সমাপ্ত

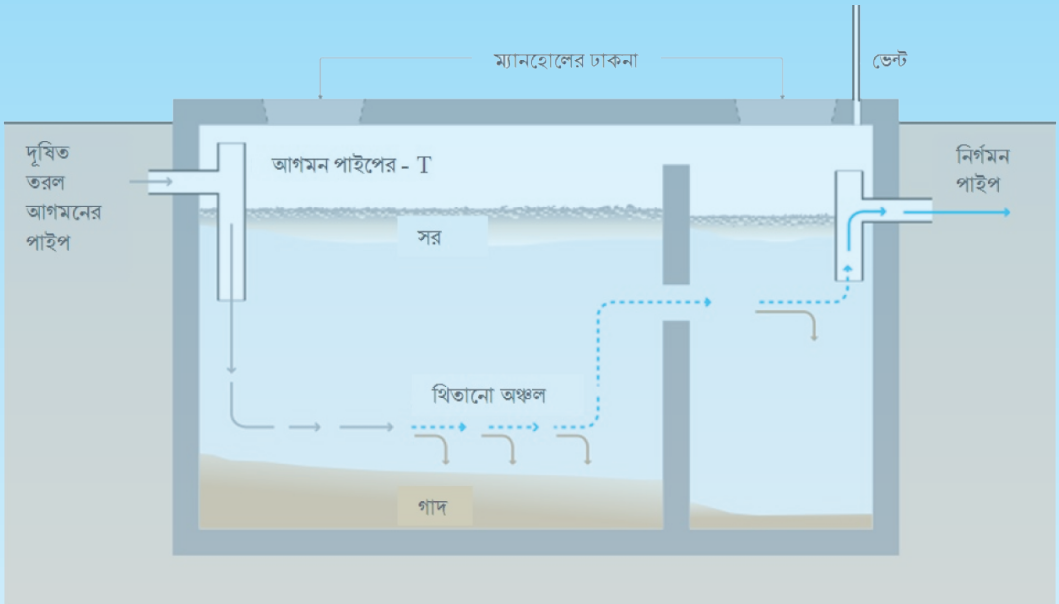
ম্যানহোলের ঢাকনা
ভেন্ট
দূষিত
তরল
আগমনের
পাইপ
আগমন পাইপের - T
নির্গমন
পাইপ
সর
থিতানো অঞ্চল
গাদ

সেপটিক ট্যাংক